দৈনিক সংবাদ

10

তারিখ ... SEP 1 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

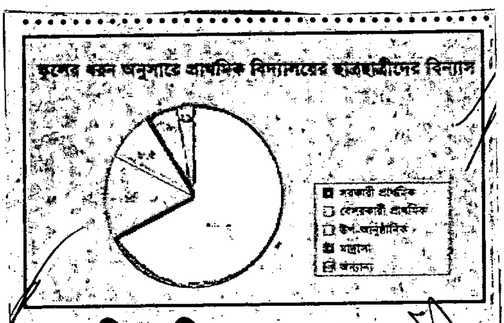

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ৯০ ভাগ খরচ বেতন খাতে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ তার জিএনপির মাত্র ২.৩% শিক্ষা খাতে খরচ করে, যা এ অঞ্চলে সর্বনিম্ন (১৯৯৪-এর তথ্য)। উদাহরণস্বরূপ ভারতে এ হার ৩.৮%। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ এখনো অপ্রতুল। বরাদ্দ টাকার ৯০% খরচ হয় শিক্ষকদের বেতন এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ; ফলে স্কুলের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পাঠক্রমের মানোন্নয়নের জন্য খুব কমই অবশিষ্ট থাকে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নানা আয়োজন নিয়ে সেমিনারে-সমাবেশে যত কথা বলা হয় সে তুলনায় বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সমস্যাই দূর করা যায়নি। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তকের কথা বলা হলেও তা সবার জন্য নিশ্চিত করা যায়নি, অনেক শিক্ষার্থীকে স্কুলের পর এখনও গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভর করতে হয়। শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাতে এখনও ফারাক বিস্তর। এডুকেশন ওয়াচ-এর জরিপে এ সকল তথ্য প্রকাশিত

বরাদ্দ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

বরাদ্দ ঃ শিক্ষা খাতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে।

জরিপে দেখা গেছে ঃ প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে) বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পাওয়ার কথা। এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রথম মাসে তাদের পাঠ্যপুস্তক পেয়েছে এবং ৭৫% ছাত্রছাত্রী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই পেয়ে গেছে। চার শতাংশের কিছু কম ছাত্রছাত্রী তথ্য সংগ্রহ করার সময় পর্যন্ত ওই বছরের জন্য বরাদ্দকৃত বই পায়নি। যদিও পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে পাওয়ার কথা; কিন্তু প্রায় অর্ধেক ছাত্রছাত্রী বলেছে তাদের বই নেয়ার সময় টাকা-পয়সা দিতে হয়েছিল। এছাড়াও ৮০%-এর বেশি ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন উপলক্ষে স্কুলে চাঁদা প্রদান করতে হয়েছে। সাধারণ উপলক্ষগুলো হলো পরীক্ষা, বার্ষিক খেলাধুলা, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি।

জরিপে দেখা যায় ঃ স্কুলে শিক্ষার পাশাপাশি গৃহশিক্ষক রেখে কিংবা প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রাথমিক স্তরের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর গৃহশিক্ষক ছিল। গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহর এলাকায় গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। শহরের ৪৫% ও গ্রামের ১৮% ছাত্রছাত্রী গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এ হার ২৩% এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ২০%।

গড়ে প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪.৪ জন, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩.৯ জন আর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ১.১ জন শিক্ষক রয়েছেন। প্রায় ৪০% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন অথবা তার চেয়ে কমসংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন। সরকারিসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গড়ে ১২ বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, অন্যদিকে এনজিও পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ যোগ্যতা গড়ে ১০ বছর।

দেখা গেছে, সরকারি প্রাথমিক ও এনজিও পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেশিরভাগই শিক্ষক হিসেবে মৌলিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অন্যদিকে রেজিস্টার্ড বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের মাত্র ৩২.৫%, মাদ্রাসা শিক্ষকদের মাত্র ১৭.৫% আর কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষকদের মাত্র ১৫.৪% মৌলিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

শিক্ষকদের স্কুলে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা কমেছে। সর্বোচ্চ অনুপস্থিতি পাওয়া গেছে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানকার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষককে তথ্য সংগ্রহের দিন অনুপস্থিত পাওয়া গেছে। অন্যদিকে সরকারি স্কুলের ১২.৭% এবং এনজিও পরিচালিত স্কুলের ৫.৩% শিক্ষক তথ্য সংগ্রহের দিন স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী অনুপাত একেক ধরনের স্কুলে একেক রকমের। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যাতে এখনো সর্বাধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে, প্রতি ৭৩ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন। মাত্র ১২.৯% স্কুলে ৪০ বা তার কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিফট পদ্ধতি বিবেচনা করলে অবশ্য এ অনুপাত অনেকটা অনুকূল দেখা যায়। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী অনুপাত সন্তোষজনক।

সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে প্রতিটিতে ৩.৮টি কক্ষ রয়েছে, যা গ্রামীণ এলাকায় ৩.৪টি আর শহর এলাকায় ৫.৩টি। অন্যদিকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে তিনটি কক্ষ এবং উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে মাত্র একটি কক্ষ রয়েছে।

মোটের উপর এক-তৃতীয়াংশ স্কুলের ভবন পাকা। শহর এলাকায় ৫২.৬% এবং গ্রামীণ এলাকায় ২৭.৩% স্কুলের ভবন পাকা। অন্যপক্ষে ইংরেজি মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর ৬৪% এবং এনজিও পরিচালিত স্কুলের মাত্র ৫.৭%-এর ভবন পাকা।

নব্বই শতাংশেরও বেশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে; এক্ষেত্রে কোন কোন স্কুলের নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে আবার কোন কোন স্কুলে পার্শ্ববর্তী কোন বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। জরিপভুক্ত অর্ধেক স্কুলের নিজস্ব খেলার মাঠ রয়েছে, যদিও খুব কমসংখ্যক এনজিও স্কুল অথবা কিন্ডারগার্টেনের ছেলেমেয়েরা এ সুযোগ পায়।

প্রায় ৬০% বা তার চেয়ে কিছু বেশি স্কুলে তথ্য সংগ্রহের দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত অবস্থায় দেখা গেছে। প্রায় অনুরূপসংখ্যক স্কুলে ওইদিন জাতীয় সঙ্গীতও গাওয়া হয়েছিল। নব্বই শতাংশেরও বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত অবস্থায় দেখা গেছে, অন্যদিকে মাত্র ১৫% এনজিও স্কুলে জাতীয় পতাকা লক্ষ্য করা গেছে। আবার ৭৫% এনজিও স্কুলে ওই দিন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়েছিল; কিন্তু মাত্র এক-চতুর্থাংশ মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত গাইতে দেখা গেছে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ (এসএমসি) এবং অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (পিটিএ) কার্যক্রম পর্যালোচনা করে স্কুলের সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রায় সবগুলো সরকারি এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠিত হয়েছে। এনজিও পরিচালিত ৭৮.৫% স্কুলেও এ পরিষদ গঠিত হয়েছে। প্রতিটি পরিষদে গড়ে ১০ জন করে সদস্য রয়েছেন, যার মধ্যে মাত্র ২ জন মহিলা।

স্কুল ব্যবস্থাপনা পরিষদে মহিলাদের অংশগ্রহণ এনজিও স্কুলে সবচেয়ে বেশি (৫৬.৭%) আর মাদ্রাসায় সবচেয়ে কম (মাত্র ০.২%)। ১৯৯৮ সালের প্রথম ১০ মাসে প্রতি স্কুলে গড়ে ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে গড়ে প্রতি সভায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সর্বশেষ সভার বিষয়ে সদস্যদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে বোঝা গেল প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দেয়া রিপোর্ট কোথাও কোথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়, অর্থাৎ ওভার-রিপোর্টিং হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৩১.৮% ছাত্রছাত্রীর পিতা, মাতা কিংবা অন্য অভিভাবক গত এক বছরে কমপক্ষে একবার স্কুল আয়োজিত সভায় অংশ নিয়েছিলেন। এ ধরনের অংশগ্রহণের হার শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি। স্কুলের ধরন অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের স্কুল সভায় যোগদানের হার সবচেয়ে বেশি (৬৪.৭%) এবং আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি স্কুলের অভিভাবকদের ক্ষেত্রে এ হার সবচেয়ে কম (১৩.৫%)। সরকারি প্রাথমিক স্কুলের ২৮.৯% ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক এবং বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০.৫% ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক গত বছর স্কুলের সভায় অংশ নিয়েছিলেন।

থানা শিক্ষা অফিসার এবং তার সহকারী মিলিতভাবে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা। থানা শিক্ষা অফিসার ১৯৯৮ সালে ৪৭% সরকারি এবং ৩০.৮% বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। আবার একই সময়ে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ৯৪% সরকারি এবং ৭৮.৭% বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। অন্যদিকে এনজিও স্কুলের পরিদর্শকগণ ৭৯.৬% স্কুল পরিদর্শন করেছেন। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সরকারি স্কুলের তুলনায় উপানুষ্ঠানিক স্কুলে গড়ে বেশি বার পরিদর্শন করা হয়েছে।